DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

BANGLA 1ST PAPER

YEAR 2020

10 MINUTE SCHOOL

DHAKA BOARD

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

'আসমানিদের দেখতে যদি তোমরা সবে চাও ,
রহিমুদ্দিনের ছোট্ট বাড়ি রসুলপুরে যাও।
বাড়ি তো নয় পাখির বাসা ভেন্না পাতার ছানি,
একটুখানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।
একটুখানি হাওয়া দিলে ঘর নড়বড় করে,
তারি তলে আসমানিরা থাকে বছর ধরে।
পেটটি পুরে পায়না খেতে ,বুকের ক'খান হাড়,
সাক্ষী দিচ্ছে অনাহারে ক'দিন গেছে তার।

ক. ' পল্লিজননী ' কবিতায় কোন পাখির ডাক অকল্যাণকর ?

খ. " মোসলমানদের আড়ঙ দেখিতে নাই "- 'পল্লিজননী' কবিতায় মা একথা বলেছেন কেন ?

গ. উদ্দীপকের ভাবের ' পল্লিজননী ' কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. " উদ্দীপকটি ' পল্লিজননী ' কবিতার সমগ্র ভাব ধারন করতে পারেনি " – মন্তব্যটি মুল্যায়ন কর ।

উত্তর

ক. ' পল্লিজননী ' কবিতায় কোন পাখির ডাক অকল্যাণকর ?

'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' এ প্রবন্ধকারের 'সাম্যবাদী মানসিকতা' ফুটে উঠেছে।

খ. " মোসলমানদের আড়ঙ দেখিতে নাই "- 'পল্লিজননী' কবিতায় মা একথা বলেছেন কেন ?

" মোসলমানদের আড়ঙ দেখিতে নাই " – কথাটি মা ছেলের আবদার রক্ষা করতে না পারার জন্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলেছেন ।

বাঙালী মুসলমান পরিবারে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন বিদ্যমান । নিজের অভাবের বিষয়টি মা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ধর্মের কথা বলেছেন। কারণ অভাবের সংসারে মা ছেলের ছোট ছোট আবদারও রক্ষা করতে পারেননি । একবার মেলার সময় পুতুল কেনার জন্য ছেলে মায়ের কাছে বায়না ধরেছিল । তখন মা তা কিনে দিতে পারেননি । তাই তিনি ছেলেকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ধর্মের কথা বলেছেন যে মোসলমানদের আড়ঙ দেখতে নাই ।

গ. উদ্দীপকের ভাবের ' পল্লিজননী ' কবিতার সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের সাথে ' পল্লিজননী ' কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি হলো দারিদ্রপীরিত মানুষের জীবনচিত্র ।

দারিদ্র মানবজীবনে অভিশাপস্বরূপ । দারিদ্রতার কারণে মানুষ তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে ব্যার্থ হয় । এর ফলে খাদ্য ও চিকিৎসার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকেও মানুষ বঞ্চিত থাকে । দারিদ্র্যতার কারণে মানুষের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে ।

' পল্লিজননী ' কবিতায় কবি জসীমউদ্দীন এক দরিদ্র পল্লিমায়ের কষ্টময় জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন। দরিদ্র মায়ের আদরের একমাত্র সন্তানটি অসুস্থ। তার জন্য মা ঔষধ-পথ্য জোগাড় করতে পারেন না । এমনকি ছেলের আরঙে যাওয়ার আবদারও তিনি পূরণ করতে পারেননি। উদ্দীপকেও ঠিক এমনই দরিদ্রতার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । ভেন্নাপাতার ছাউনি দেওয়া কুড়ে ঘরে আসমানিদের বাস। না খেতে পেয়ে আসমানির বুকের হাড় বেরিয়ে পড়েছে । দিনের পর দিন রহিমুদ্দিনের বাড়ির লোকজন পেটভরে খেতে পায় না। ভেন্নাপাতায় ছাওয়া ঘর দিয়ে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়ে। উদ্দীপকের আসমানি ও ' পল্লিজননী ' কবিতার জননী উভয়েরই জীবন দরিদ্রতার অভিশাপে জর্জরিত। তারা উভয়েই দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে বেঁচে আছে । উদ্দীপকের সাথে আলোচ্য কবিতার সাদৃশ্যের দিকটি হলও দারিদ্রপীড়িত জীবনচিত্র ।

ঘ. " উদ্দীপকটি ' পল্লিজননী ' কবিতার সমগ্র ভাব ধারন করতে পারেনি " – মন্তব্যটি মুল্যায়ন কর ।

" উদ্দীপকটি ' পল্লিজননী ' কবিতার সমগ্র ভাব ধারন করতে পারেনি " – মন্তব্যটি যথার্থ।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসা চিরন্তন। সন্তানের বিপ্পদ আশঙ্কায় মায়ের মন অস্থির হয়ে উঠে । এই কষ্ট আর বেড়ে যায় মা যখন অভাবের কারণে তার সন্তানের চিকিৎসা করতে পারেন না ।

' পল্লিজননী ' কবিতায় কবি রোগাক্রান্ত পুত্রের শিয়রে বসে রাত জাগা এক মায়ের মনঃকষ্ট তুলে ধরেছেন । মায়ের মনে পুত্র হারানোর শঙ্কা বারবার জেগে উঠেছে । দরিদ্র মা অসুস্থ পুত্রের সাধ্যমত সেবা করেন । মসজিদে মোমবাতি এবং দরগায় দান মানত করেন । অপত্যস্নেহের অনিবার্য আকর্ষণই এই কবিতার মূল বিষয় । আর উদ্দীপকে কেবল দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনের যন্ত্রণাই ফুটে উঠেছে । এখানে অভাবের কারণে আসমানিদের জীবনের করুন অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে ,যা আলোচ্য কবিতার একটি দিক।
' পল্লিজননী ' কবিতায় এক পল্লিমায়ের দারিদ্রক্লিষ্ট জীবনের যে দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে তা উদ্দীপকেও প্রতিফলিত হয়েছে , উভয় ক্ষেত্রেই তাদের জীবন দুর্ভোগ ফুটে উঠেছে । তবে ' পল্লিজননী ' কবিতায় এই দারিদ্র্য ছাপিয়ে সন্তানের প্রতি স্নেহ-ভালবাসাই প্রধান হয়ে উঠেছে। এদিক বিচারে তাই বলা যায় , প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ ।

DOWNLOAD THE APP

10 MINUTE SCHOOL

CHITTAGONG BOARD

পল্লিজননী

বশিরের মা অসুস্থ বশিরকে শহরের নামি হাসপাতালে চিকিৎসা করাচ্ছেন। উন্নত চিকিৎসা সেবা পেয়েও নানা আশঙ্কায় তার মন অস্থির। তিনি নফল নামাজ আদায় করে ছেলের জন্য দোয়া করেন, মাজারে মানত করেন।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২০

ক. কোথা থেকে পচা পাতার ঘ্রাণ আসছে ?

খ. মা নামাজের ঘরে মোমবাতি আর দরগায় দান মানেন কেন ? বুঝিয়ে লেখ ।

গ. উদ্দীপকের বশিরের মায়ের সাথে ' পল্লিজননী ' কবিতার শিশুটির মায়ের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. " উদ্দীপকের বশিরের মা ও ' পল্লিজননী ' কবিতার অসুস্থ শিশুটির মায়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও তারা শাশ্বত মায়েরই প্রতিচ্ছবি "। - উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

উত্তর

ক. কোথা থেকে পচা পাতার ঘ্রাণ আসছে ?

এঁদো ডোবা থেকে পচা পাতার ঘ্রাণ আসছে।

খ. মা নামাজের ঘরে মোমবাতি আর দরগায় দান মানেন কেন ? বুঝিয়ে লেখ ।

মা তার অসুস্থ সন্তানের রোগমুক্তির জন্য নামজের ঘরে মোমবাতি আর দরগায় দান মানেন।

' পল্লিজননী ' কবিতায় এক দরিদ্র মায়ের প্রানপ্রিয় সন্তানের অসুস্থতা এবং তার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ পেয়েছে। ধীরে ধীরে ছেলেটির জীবনপ্রদীপ নিভে আসছে। দারিদ্রের কারণে ভালো চিকিৎসার কথা তো দুরের কথা, প্রিয় সন্তানের পথ্যের ব্যবস্থাও তিনি করতে পারেননি। সীমাহীন দারিদ্র্য তাকে গ্রাস করেছে। রুগ্ন সন্তানের শিয়রে বসে দুঃখিনী মা কত কিছুই না ভাবেন। অসহায় মা বড়ই নিরুপায়। গ্রামের নিরক্ষর মা বিস্বাস করেন মানত করলে পুত্রের রোগমুক্তি ঘটবে। তাই তিনি মসজিদে মোমবাতি ও দরগায় দান মানত করেন।

গ. উদ্দীপকের বশিরের মায়ের সাথে ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার শিশুটির মায়ের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের বশিরের মায়ের সাথে ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার শিশুটির মায়ের বৈসাদৃশ্য হলো আর্থিক অবস্থার।

সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ-ভালবাসার অন্ত নেই। মা নিজের জীবনের চেয়েও সন্তানকে বেশি ভালোবাসেন। সন্তানের সুখ দুঃখই তার চিন্তা। সন্তান অসুস্থ হলে মায়ের চিন্তার সীমা থাকে না। দিন-রাত জেগে সন্তানের সেবা করেন।

“ পল্লিজননী ” কবিতায় অসুস্থ ছেলেকে ঘিরে পল্লিমায়ের উৎকণ্ঠা তুলে ধরা হয়েছে । দরিদ্র মায়ের সন্তান ভীষণ অসুস্থ । তার অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে পড়ছে। অথচ মা টাকার অভাবে ছেলের চিকিৎসা করাতে পারছেন না। সন্তানের জন্য তিনি ওষুধ-পথ্য কোনো কিছুরই ব্যাবস্থা করতে পারেননি। যার ফলে ক্ষণে ক্ষণে তার মন হাহাকার করে ওঠে। অন্যদিকে উদ্দীপকের বশিরের মায়ের আর্থিক অবস্থা ভালো । টাকার অভাব নেই বলে শহরের নামী হাসপাতালে সন্তানের চিকিৎসা করাচ্ছেন। তবুও সন্তানের জন্য তিনি অস্থির। তাই আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকের বশিরের মায়ের সাথে ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার শিশুটির মায়ের বৈসাদৃশ্য হলো আর্থিক অবস্থার।

ঘ. “ উদ্দীপকের বশিরের মা ও ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার অসুস্থ শিশুটির মায়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও তারা শাশ্বত মায়েরই প্রতিচ্ছবি ”। - উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

“ উদ্দীপকের বশিরের মা ও ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার অসুস্থ শিশুটির মায়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও তারা শাশ্বত মায়েরই প্রতিচ্ছবি ”। - উক্তিটি যথার্থ ।

মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। স্নেহ মমতার ক্ষেত্রে সব মা-ই সমান। তাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ সন্তানের জন্য অনুভুতির অভিন্ন । তার প্রত্যেকেই নিজ নিজ সন্তানের মঙ্গলের জন্য ব্যাতিব্যাস্ত থাকেন। সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়লে সব মায়ের মনই শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

উদ্দীপকে স্বচ্ছল পরিবারের এক সন্তান বশিরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভরতি করার কথা বলা হয়েছে। যার সেবার জন্য লোকের অভাব নেই, অভাব নেই ওষুধ-পথ্যের । এসবের মধ্যে সন্তানের সুস্থতার আশা ও আশঙ্কায় মায়ের চিরন্তন রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। ঐ সন্তানের মা নফল নামাজ আদায় করেছেন। ছেলের জন্য মোনাজাত করেছেন। তার মনে নানা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উদ্দীপকের মায়ের এই চিরন্তন রূপটি ‘ পল্লিজননী ’ কবিতায়ও প্রতিফলিত।

অসুস্থ সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহ-মমতা ও ব্যকুলতার সঙ্গে বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ। পল্লিজননী সন্তানের জন্য উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করতে পারলেও সন্তানকে সুস্থ করতে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। তিনিও সন্তানের রোগমুক্তির জন্য দরগায় দান এবং নামাজের ঘরে মোমবাতি মানত করেন। অসুস্থ সন্তানের শিয়রে সারা রাত জেগে থাকেন।

উদ্দীপকের বশিরের মায়ের সঙ্গে ' পল্লিজননী ' কবিতার জননীর আর্থিক অবস্থার পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের বাইরে মায়ের চিরন্তন রূপটি উভয়ের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। দুজনের মধ্যেই সন্তানের জন্য ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা একই । উভয়েরই সন্তানের রোগ নিয়ে শঙ্কিত। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

JESSORE BOARD

পল্লিজননী

অকালে স্বামী বিয়োগের পর একমাত্র সন্তান আবিরকে আফরোজা যক্ষের ধনের মতো আগলে রাখে। আবিরও যেন পাড়ার ছেলেদের স্বঘোষিত সর্দার। সারাদিন ঘুড়ি উড়ানো, নদী-পুকুরে দাপাদাপি, বনে-বাদাড়ে পাখির বাসার খোঁজ – এইসবে মেতে থাকে। একদিন বন্ধুদের সাথে খেলতে গিয়ে মাথায় আঘাত পায় এবং সমস্যাটি ধীরে ধীরে প্রকট আকার ধারন করে। ছেলের সুস্থতার জন্য আফরোজা ডাক্তার, কবিরাজ- বড় বড় হাসপাতাল কিছুই বাদ রাখেননি। তার একটাই চাওয়া- তার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠুক, সুস্থভাবে বাঁচুক।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২০

ক. ‘ পল্লিজননী ’ কবিতায় সাত-নরি শিকা ভরে কী রাখার কথা বলা হয়েছে ?

খ. “ সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা ”- বলতে কি বুঝানো হয়েছে ?

গ. উদ্দীপকের আবিরের সাথে ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার ছেলের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “ উদ্দীপকের আফরোজা পল্লিজননীর চিরন্তন রূপটিই ধারণ করেছে – উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর

ক. ‘ পল্লিজননী ’ কবিতায় সাত-নরি শিকা ভরে কী রাখার কথা বলা হয়েছে ?

‘ পল্লিজননী ’ কবিতায় সাত-নরি শিকা ভরে ঢ্যাপের মোয়া রাখার কথা বলা হয়েছে।

খ. “ সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা ”- বলতে কি বুঝানো হয়েছে ?

“ সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটি মহাকাল রাত পাতা ”- চরণটির মাধ্যমে রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসে থাকা মায়ের মনের আতঙ্কিত অবস্থা বোঝানো হয়েছে।

‘ পল্লিজননী ’ কবিতায় অসহায় দরিদ্র এক মায়ের চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। ছেলের শিয়রে বসে মা একা রাত জাগে এবং ছেলের নানা আবদারের কথা ভাবে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মনে আশঙ্কাও বেড়ে চলে। অসুস্থ ছেলের কখন কী হয় তা নিয়ে সে শঙ্কিত। রাতের আঁধার, নিবু নিবু প্রদীপ, অসুস্থ ছেলের শিয়রে বসে রাত জাগা মা- সবমিলিয়ে এক বিভীষিকাময় পরিবেশ। এ দুরবস্থায় সন্তান হারানোর আশঙ্কা মাকে স্বস্তি দিচ্ছেনা। তার একমাত্র বুকের ধন হারিয়ে যাওয়ার দুশ্চিন্তা যেন তার কাছে দুর্বিষহ বেদনা। আর মায়ের এই অনুভুতিই আলোচ্য উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।

গ. উদ্দীপকের আবিরের সাথে ' পল্লিজননী ' কবিতার ছেলের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

দুরন্তপনা ও অসুস্থ অবস্থার দিক থেকে উদ্দীপকের আবিরের সঙ্গে ' পল্লিজননীর ' কবিতার ছেলেটির সাদৃশ্য আছে।

পল্লিপ্রকৃতির কোলে যাদের বেড়ে ওঠা তারা স্বাভাবতই হয় দুরন্ত ও বন্ধনহীন। তারা যেন হরিণ শিশুর মত স্বাধীনভাবে চলা-ফেরা করতে ভালোবাসে। কোনো শাসন-বারণ তারা মানতে চায়না। পল্লিপ্রকৃতির আনাচে-কানাচে তাদের অবাধ বিচরণ তাদের চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য।

উদ্দীপকের আবির প্রচণ্ড দুরন্ত ও চঞ্চল। সারাদিন ঘুড়ি উড়ানো, নদী-পুকুরে দাপাদাপি, বনে-বাদাড়ে পাখির বাসার খোঁজ – এইসবে ব্যাস্তথা কে। একদিন এই দুরন্ত ছেলেতি মাথায় আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ' পল্লিজননী ' কবিতায়ও পল্লিমায়ের খোকা দারুন চঞ্চল।

সেও হৈ-হুল্লোর, খেলাধুলা করে দিন কাটায়। পাখির বাচ্চা খোঁজা, বেতবনে গিয়ে বেথুল সংগ্রহ তার নিত্যদিনের কাজ । সেও একসময় জ্বরে পড়ে শয্যাশায়ী হয়। তাই বলা যায় যে দুরন্তপনা ও অসুস্থতার দিক দিয়ে উভয়ের সাদৃশ্য আছে।

ঘ. " উদ্দীপকের আফরোজা পল্লিজননীর চিরন্তন রূপটিই ধারণ করেছে – উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

উদ্দীপকের আফরোজা পল্লিজননীর চিরন্তন রূপটিই ধারণ করেছে – মন্তব্যটি যথার্থ ।

পৃথিবীতে সন্তানের জন্য বাবা-মা সবধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন। এমনকি নিজেদের প্রানের বিনিময়ে হলেও বাবা-মা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন। পৃথিবীতে সন্তানই তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। উদ্দীপকে আফরোজা স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে। কিন্তু দুরন্ত ও চঞ্চল ছেলেটি একসময় মাথায় আঘাত পেলে তিনি পাগলপ্রায় হয়ে যান। ডাক্তার, কবিরাজ, হাসপাতাল কিছুই বাদ রাখেননি তিনি। তিনি চেয়েছেন তার সন্তান সুস্থ হয়ে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকুক। ' পল্লিজননী ' কবিতার জননীও সন্তানকে সমস্ত সত্তা দ্বারা আগলে রাখতে চান। তিনিও অসুস্থ সন্তানকে ভালো করে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। নামাজের ঘরে মোমবাতি, দরগায় দান মানত করেন।

পল্লিজননী কবিতার মা তার সকল মমতা ঢেলে দিয়ে সন্তানকে সুস্থ করে তুলতে চান। কবিরাজের ঝাড়ফুঁক, দরগায় দান মানে সন্তানের মঙ্গল কামনায়। উদ্দীপকের আফরোজাও সন্তানের জন্য উদ্বিগ্ন, সেও সন্তানের জন্য মঙ্গলকামনা করেছেন। তার মধ্যে পল্লিজননীর সন্তানবাৎসল্যের চিরন্তন রূপটি প্রকাশ পেয়েছে।

সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত ।

BARISAL BOARD

পল্লিজননী

অহনা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে শরিফা খানম একমাত্র মেয়ের জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি তাড়াতাড়ি তার মেয়েকে ঢাকার ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তি করান। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে কয়েকজন শিশু মারা গেলে মায়ের দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। তিনি মেয়ের রোগমুক্তির জন্য নফল রোজা, নামাজ মানত করেন । মেয়ের রোগসজ্জার পাশে বসে সারাক্ষন আল্লাহকে ডাকেন । খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজন আসে অহনাকে দেখতে । তাদের দেয়া ফলমূল আর জুসে ভরে যায় হাসপাতালের কেবিনের টেবিল।

বরিশাল বোর্ড-২০২০

ক. ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার মূলকথা কী ?

খ, বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে কেন ?

গ. উদ্দীপকের অহনাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তির সঙ্গে ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার বৈসাদৃশ্য কী ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের শরিফা খানম কি পল্লিজননীর যথার্থ প্রতিনিধি ? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

উত্তর

ক. ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার মূলকথা কী ?

‘ পল্লিজননী ’ কবিতার মূলকথা অপত্য স্নেহের অনিবার্য আকর্ষণ ।

খ, বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে কেন ?

‘ বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে ’ – কথাটি দ্বারা অসুস্থ ছেলের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মায়ের ব্যাকুলতা বোঝানো হয়েছে।

মায়ের কাছে সন্তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মা সবসময় সন্তানের মঙ্গলচিন্তায় ব্যাস্ত থাকেন। তাই যখন সন্তান অসুস্থ হয় তখন মায়ের মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। মা খাওয়া ঘুম সব ভুলে গিয়ে ছেলের মাথার কাছে বসে সেবা করেন। ‘ পল্লিজননী ’ কবিতায় অসুস্থ ছেলের জন্য মায়ের কষ্ট ও আশঙ্কা ফুটে উঠেছে। অসুস্থ ছেলের মাথার কাছে মা নির্ঘুম বসে থাকে। অজানা আশঙ্কায় তার পরান দুলে ওঠে । সন্তানের যন্ত্রণায় সে কাতর। কবি প্রশ্নোক্ত লাইনটি মায়ের ব্যাকুল হৃদ্যয়ের কথাই প্রকাশ করেছেন।

গ. উদ্দীপকের অহনাকে ইউনাইটেড হাসপাতালে ভর্তির সঙ্গে ' পল্লিজননী ' কবিতার বৈসাদৃশ্য কী ? ব্যাখ্যা কর।

উদ্দীপকের অহনাকে হাসপাতালে ভর্তির সঙ্গে কবিতার বৈসাদৃশ্য ' পল্লিজননী ' কবিতায় মায়ের দারিদ্র্যের কারণে অসুস্থ সন্তানকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসা দিতে না পারার দিক দিয়ে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি লাভ করা । অথচ অনেক ক্ষেত্রেই মানুষ এসব থেকে বঞ্চিত হয়।

উদ্দীপকে বিত্তশালী পরিবারের সন্তানকে দামি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এখানে অহনা ডেঙ্গু জ্বরেআক্রান্ত হলে তার মা তাকে একটি আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করান। তারপরও তার ভয় কাটে না। পাশে কয়েকজন শিশুকে মারা যেতে দেখে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। আল্লাহর কাছে অহনার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। এই বিষয়টি ' পল্লিজননী ' কবিতার মায়ের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ । ' পল্লিজননী ' কবিতায় মা রুগ্ন পুত্রের শিয়রে বসে রাত জাগে। এই কবিতায় তার মনঃকষ্ট, পুত্রের চঞ্চলতা এবং দারিদ্রের কারণে তাকে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসা দিতে না পারার ব্যার্থতা প্রকাশ পেয়েছে । পুত্রের শিয়রে নিবু নিবু প্রদীপ, চারদিকে মশার অত্যাচার, বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতের হিমেল হাওয়া প্রবেশ করে। এখানেও উদ্দীপকের সাথে ' পল্লীজননী ' কবিতার পার্থক্য বিদ্যমান।

ঘ. উদ্দীপকের শরিফা খানম কি পল্লিজননীর যথার্থ প্রতিনিধি ? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

হ্যাঁ। উদ্দীপকের শরিফা খানম কি পল্লিজননীর যথার্থ প্রতিনিধি।

একজন মায়ের কাছে তার সন্তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মা সবসময় তার সন্তানের মঙ্গলচিন্তা করেন। মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান। স্নেহ-মমতার বিচারে ধনীর দুলালের সন্তান আর হতদরিদ্র সন্তানের কোন পার্থক্য নেই।

উদ্দীপকের অহনা ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে তার মা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি আধুনিক হাসপাতালে ভর্তি করান। তারপরও তিনি চিন্তামুক্ত নন। ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত কয়েকজন শিশু মারা গেলে তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েন। তিনি মেয়ের রোগমুক্তির জন্য নফল রোজা, নামাজ মানত করেন। তারপরও তার অস্থিরতা কমে না, কিছুতেই তিনি শান্ত হতে পারেন না। উদ্দীপকের মায়ের মতো ' পল্লীজননী ' কবিতায় অসুস্থ সন্তানের জন্য মায়ের স্নেহ-মমতা ও ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে।

কবিতায় রুগ্ন পুত্রের চোখে ঘুম আসে না। মা তার সুস্থতার জন্য মসজিদে মোমবাতি ও দরগায় দান মানত করেন। কানাকুয়ো, হুতুম প্যাঁচার ডাককে তিনি অমঙ্গল ধ্বনি মনে করেন। তার মনে পুত্র হারানর শঙ্কা জেগে ওঠে।

‘ পল্লিজননী ’ কবিতায় দারিদ্রক্লিষ্ট এক পল্লি মায়ের সন্তান হারানোর আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে। এই বিষয়টি উদ্দীপকের মায়ের সন্তান হারানোর সঙ্গে একসুত্রে গাঁথা। উদ্দীপকের শরিফা ও ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার মা উভয়ের মধ্যেই সন্তানের জন্য উৎকণ্ঠার রূপটি অভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে । এদিক থেকে উদ্দীপকের শরিফা ‘ পল্লিজননী ’ কবিতার মায়ের যথার্থ প্রতিনিধি।